www.jago24.in
তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৪, চৈত্র - বৈশাখ ১৪৩১
www.jago24.in

পৌরপিতার এই নবরূপ মন্দিরের সুন্দর গঠনকে চাক্ষুস দেখার জন্যে এলাকার মানুষজনকে এক আধ্যাত্মিক সুচিন্তনে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানালেন বিদায়ী সাংসদ তথা বর্তমানে সংসদীয় নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী শ্রী সৌগত রায়। সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সকলের নয়নমনি এবং সুপ্রসিদ্ধ জননেতা শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী।

কেষ্টপুরের সর্বপ্রাচীন মা শীতলা মাতার মন্দির নবরূপে স্থাপন করলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। সেই বিশেষ মহা শুভদিনে মন্দির উদ্বোধন করলেন বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সি। ওইদিন বিধায়কের আধ্যাত্মিক সুচিন্তন বক্তব্য এবং তাঁর সু-মধুর কণ্ঠের সু-সঙ্গীতের দ্বারা মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

পৌরপিতার এক অভাবনীয় চিন্তা এই অনুষ্ঠানে রক্তদান এবং বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন। মায়ের জন্যে রক্তদান মায়েরই আগমনী শঙ্খনাদে মুখরিত করে তুললো সমগ্র উৎসব প্রাঙ্গন সহ সমগ্র সমাজস্থল।

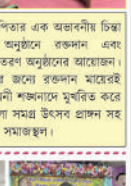

পৌরপিতার উদ্যোগে মা শীতলার মৃন্ময়ী প্রতিমা উন্মোচন করলেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের প্রধান প্রচারী শ্রী মুরাল ভাই মহাশয়। এদিন এই মহাসাধকের মুখে উচ্চারিত হল মাতৃ আরাধনার বিভিন্ন পথদিশা এবং পৌরপিতার এই মহান উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে এলাকার মানুষদের আশীর্বাদ করে গেলেন।

এক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী থাকল ২৪ নং ওয়ার্ডের পল্লীবাসী। রবীন্দ্রপল্লী সার্বজনীন শীতলা মন্দিরকে এবং শীতলা মাকে রানী থেকে রাজরানী বেশে সাজিয়ে এলাকায় সারা ফেলে দিলেন শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। মায়ের মন্দিরে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলী দিলেন সকলের কল্যাণের স্বার্থে।

মা শীতলার পূজা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় একটি বৃহৎ মাতৃপূজার মহাভোগ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। সহস্রাধিক বিভিন্ন স্তরের মানুষজন ঐদিন মহাভোগ গ্রহণ করেছেন। পৌরপিতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এবং নিজের হাতে পরিবেশন করে মানুষের মাঝে মায়ের এই মহাপ্রসাদ প্রদান করেছেন।

সম্পাদকীয় কলমে

মা

জন্ম দিতে যে কী কষ্ট হয়,
সে শুধু মায়েরা জানে
প্রাণ বাজি রেখে আরেকটি প্রাণ
পৃথিবীর বুকে আনে।
একটি মানবী মায়ের মতনই
গর্ভিনী পশু পাখি

প্রসবের সেই দারুণ কষ্ট-
যন্ত্রণা সয়না কি?
প্রকৃতি দেবী তো সবারই জন্য
রেখেছেন একই নীতি
মানুষ হোক বা মনুষ্যেতর
নানাবিধ আকৃতি-
তাই বলি, যারা যন্ত্রণা সয়ে

প্রাণ আনে পৃথিবীতে
ক্রুদ্ধ হয়োনা , সেই জননীকে
আরো যন্ত্রনা দিতে।
নিষ্ঠুরতার আগুনের কাছে
জননীরা অসহায়
মায়েদের প্রতি নতজানু হও
সীমাহীন শ্রদ্ধায়।

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর "আমার কথা"

শুভ নববর্ষ! ১৪৩১

বাঙালি চেতনা ও মননের প্রধান মাধ্যম আজ পয়লা বৈশাখ উৎযাপন। মনের ভেতরের ভাবনা গুলো ছড়িয়ে দিলাম আপনাদের কাছে। সামাজিক সূচকে দেশ সাফল্য পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সূচকে অনেক দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ভারতবর্ষ । লোকেদের তাদের শিক্ষা, আয় এবং কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করার একটি উপায় হল আর্থ-সামাজিক অবস্থা যা সাধারণত নিম্ন, মাঝারি এবং উচ্চ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। নিম্ন, মাঝারি আর্থ-সামাজিক অবস্থার লোকেদের সাধারণত উচ্চতর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের তুলনায় আর্থিক, শিক্ষাগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যসংস্থান গুলিতে কম ক্ষমতা থাকে।

স্বাধীনতার স্বপ্ন দিয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রজন্মের ত্যাগ ও দৃঢ় সংকল্পের ফসল হিসেবে আমরা পয়লা বৈশাখ উৎযাপন করে আসছি। মননের উন্নয়ন নিয়ে আজ পাহাড় সমান প্রশ্ন অন্তত আমার কাছে। বাঙালি জাতি কি প্রকৃতই সেই বাঙালি আজ আছে? তাঁদের সেই শক্ত মেরুদন্ড কি আজকে একটু দুর্বল হয়ে পড়েনি? ধর্মের নামে একদল হনুমানদের আস্ফালন, জাতপাতের বিভেদ সাথে নিজের বাসে পরবাসে থাকার আভাস কি বাঙালি আজ বুঝতে পারছে না? বাঙলাভাষা মোদের ভাষা। বড় আদরের ভাষা। সেই লেখায় গড়ে উঠেছে কত কাব্য, মহাকাব্য।

সেই ভাষাকে আমাদের বাংলায় প্রতিটি সাইনবোর্ডে লিখতেই হবে। এই দাবী কি আমরা করতে পারিনা? দরকার একত্রিত হবার সকল বাঙালিদের। দরকার সংঘবদ্ধকরণ। তবেই আবার বাঙালি বাঘ হয়ে উঠতে পারবে। বছরের এই একটা দিন বাঙালিকে জাগলে চলবে না। বছরের ৩৬৫ দিন জেগে থাকতে হবে। স্বামীজির কথা স্মরণ করে উঠে দাঁড়াতে হবে।

ওঠো, জাগো। এক নব প্রভাতের দ্বার তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

লেখা বড় করার চেষ্টা নেই! নিচে অঞ্জন দত্তের একটি গানের অংশ বিশেষ দিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন গুনগুন করে রেখে গেলাম...

আমার জানলা দিয়ে
আমার জানলা দিয়ে
একটুখানি আকাশ দেখা যায়
একটু বর্ষা, একটু গ্রীষ্ম, একটুখানি শীত
সেই একটুখানি চৌকোছবি আঁকড়ে ধরে রাখি
আমার জানলা দিয়ে আমার পৃথিবী।
সেই পৃথিবীতে বিকেলের রং হেমন্তে হলুদ
সেই পৃথিবীতে পাশের বাড়ির কান্না শোনা যায়
পৃথিবীটা বড়ই ছোট আমার জানালায়
আমার জানলা দিয়ে আমার পৃথিবী
সেই পৃথিবীতে বাঁচবো বলে যুদ্ধ করি রোজ
একটুখানি বাঁচার জন্য হাজার আপোষ...
তুমি তোমার পৃথিবীর নামটা জান কী...?

"মানবিকতার পাঠশালার একজন মহান প্রধানশিক্ষক পৌরপিতা" শ্রী মনীষ মুখার্জী

জীবন হচ্ছে একটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়। কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে যে প্রথমে হাতেখড়ি দিতে হবে মানবিকতার পাঠশালাতে। এটা বারংবার, বহুবার প্রমাণিত। প্রমাণের দ্বারা পুনরায় আরও একবার প্রমান করলেন, পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়েও যে সামাজিক এবং মানবিক রীতি-নীতির পূজাকে তিনি আপন মনের মন্দিরে স্থান সবার আগে দিয়েছেন এই লেখাটি পড়লে এবং ভিডিওটি দেখলে আশাকরি আপনারা বুঝতে পারবেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটি বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। যেহেতু শিশুটি তখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়নি তাই এই ঘটনাটি আমরা প্রকাশে আনিনি। কিন্তু আজ শিশুটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। মানবিক কর্মের প্রসারের জন্য আজকের এই শুভদিনে আমরা তা প্রকাশ করছি। অনেকেই জানেন যে, গুমটিঘরে বেশ কিছু মানুষ জামা প্যান্ট ইত্যাদি ইস্ত্রি (Iron) করার পেশাকে গ্রহন করেন। সেই রকমই এক ব্যক্তি, যাঁর নাম শম্ভু। শম্ভু বাস করে নিজের স্ত্রী ও শিশুকন্যাসহ ৭ নং অঞ্চলে একটি পার্কের সামনে। অনেকেই ওঁকে হয়তো চেনেন বা জানেন।

একদিন ওর শিশু কন্যার আচমকা কোনও সিম্পটম ছাড়াই পেটে মারাত্মক ব্যাথা শুরু হয়। সাথে সাথে শিশুটিকে আর.জি.কর হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা মাধ্যমে জানা যায় যে, শিশুটির পেটের ভিতরে 'অ্যাপেন্ডিক্স' বাস্ট করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ভগবানের নির্মম খেলায় শিশুটি তাতেও সুস্থ না হওয়ায় তাকে কয়েকদিন পরে আবারো অপারেশন করাতে হয়। সাথে সমগ্র শরীরে ধীরে ধীরে মারাত্মকভাবে সংক্রমন ছড়িয়ে পড়তেও শুরু করে। চিকিৎসকরা তখন তড়িঘড়ি তাঁকে ICU তে স্থানান্তরিত করেন এবং আরো একটি অপারেশন করেন। টানা একমাস ব্যাপী শিশুটি ICU তে ভর্তি ছিল। মোট তিনবার ওই ছোট্ট শরীরে অপারেশন করা হয় এবং সাথে এবার যোগ হয় "প্যানক্রিয়াটিসের"ও সমস্যা। পৌরপিতা সামগ্রিক ব্যাপারটির ওপর নিজে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন এবং প্রতিনিয়ত পরিবারটির পাশে সহযোগিতার হাত বারংবার বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু অবস্থা ধীরে ধীরে যখন খুবই গুরুতর অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তখন পৌরপিতা এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্রী অপূর্ব মুখার্জীর সাথে কথা বলে ওঁনার রেফারেন্স সহ পৌরপিতা নিজের ব্যক্তিগত সমগ্র পরিচিতি শক্তিকে প্রয়োগ করেন শিশুটির প্রাণকে বাঁচানোর জন্য।সাথে সামগ্রিক চিকিৎসার খরচও তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। দীর্ঘদিন পর সুস্থ হয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরে আসে শিশুটি।

কিন্তু পুনরায় 'বিধি বাম'। বিপদ যে এখনো কিছুতেই পিছু ছাড়তে চায়নি এই অসহায় পরিবারটির সাথে। হঠাৎ একদিন রাতের বেলায় আগের মতই শিশুটির আচমকা পেটের ব্যাথা শুরু হয়। আবারও তড়িঘড়ি তাঁকে পৌরপিতা নিজের উদ্যোগে আর.জি.কর হাসপাতালে সাংগঠনিক সদস্যদের দিয়ে পাঠান এবং নিজেও সাথে যান। মধ্যরাত্রিতে আউটডোরে চিকিৎসা ব্যবস্থা পূর্নরূপে না থাকার জন্য সেই মুহূর্তে ইনজেকশন প্রয়োগ করে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পৌরপিতা সেই গুরুতর অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একটি বিখ্যাত বেসরকারি নার্সিংহোমে শিশুটির চিকিৎসা আরো অত্যাধুনিকভাবে শুরু করেন শিশু প্রাণটিকে বাঁচানোর জন্য। অবশেষে এবার পূর্ণরূপে জয়ী হয় পৌরপিতার এই মানবিক প্রয়াসের সাধনা। সাথে শিশুটির বহুমূল্য প্রাণটিও। বর্তমানে এই শিশুটি আজ ৯০% সুস্থ এবং ওই অসহায় পরিবারটির বাসস্থান যেহেতু খুবই ছোট, তাই পৌরপিতা শিশুটিকে এবং তাঁর সমস্ত পরিবারকে সুন্দর পরিবেশে বাস করার জন্য পাশেই একটি বড় ঘর ভাড়া হিসাবে তাদের করে দিয়েছেন এবং এই সকল খরচও তিনি শিশুটির সামগ্রিক চিকিৎসার সাথেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

এবার ভাবার পালা আমাদের...
আপনাদের...

কি বলা যেতে পারে এই মহান মনের মানুষটিকে? ঈশ্বরের প্রেরিত কোনও মহাজাগতিক দূত? কিংবা মানবিক পাঠশালার একজন প্রকৃত মানবিক প্রধান শিক্ষক? আমরা এই খবরটি শুধুমাত্র প্রকাশ করলাম এই কারণে যে বর্তমান সময়ে যেখানে মানুষের সময় হয় না, মানুষেরই অসহায় মুখের দিকে তাকানোর, অথবা অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও সেইসব অর্থবান মানুষেরা জানেন না যে, প্রকৃত অর্থের মূল্য কোথায়? সেখানে সাধারণভাবে জীবন যাপন করা একজন অতি সাধারণ মাটির মানুষ, মানুষের হৃদয়ে থাকা এক সামাজিক রাজনীতির মানুষ পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী শিখিয়ে দিলেন সকলকে যে, মানবিক পাঠশালার পঠনপাঠন' কাকে বলে? আমরা সদা গর্বিত থাকি এইরকম মানুষের সাথে থেকে, পাশে থেকে।

নতুন

রিপু করা জামা সারাটি বছর ধরে
কবেকার সেই চুইয়ে যাওয়া ছাদ
তবু প্রতিটি বছর লক্ষী গণেশ আসেন
জিভের ওপরে একই লাড্ডুর স্বাদ

জানি পাল্টাবেনা কোনদিন কোনকিছু
শুধু পাল্টে যাবে ক্যালেন্ডারের ছবি
তবু নিশ্চিত কোথাও বাজবে একটা নতুন
আষাটায় বসে নবআঙ্গিক ভাববে কোন কবি

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেম

প্রেম জেগেছে প্রেম জেগেছে!
প্রেম বিলিয়ে যাই আমি প্রেম বিলিয়ে যাই,
একটুতে হবে না, বাঁশি বাজলেও থামবে না।
যা হবে তাই মনের মাঝে বুঝতে পারা চাই।

এদিক যাই ওদিক যাই, উপরে বা নিচে,
সবকিছুতেই পায়ের তলায় মাটির ছোঁয়া পাই।
দিনে রাতে স্বপন দেখে,
সুখের স্বর্গ হাতের কাছে,
উৎফুল্ল হয়ে নেচে নেচে-ঘুরে ঘুরে সময়টুকু কাটাই।

শিলা দে

জন্মদিনে জাগো ২৪

Prithish Dewanjee
Class - 6

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, ছয় ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি প্রান্তে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বজবা মশা প্রায় নেই বললেই চলে। শতাশা করি বিগত বছরের মতো এই বছরও আসন্ন বর্ষার মরশুমে আমরা আমাদের পৌরপিতার নেতৃত্বে ডেঙ্গু মুক্ত ২৪ নং ওয়ার্ড গড়ে তুলব।

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

প্রতিদিনে, প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে পৌরপিতা

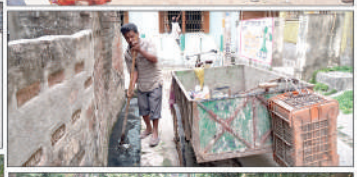

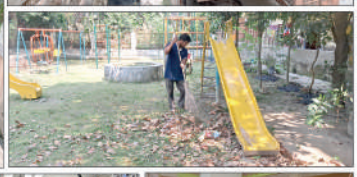

প্রতিদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাস্তুতম ড্রেনগুলি এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয় যার ফল স্বরূপ বর্ষাকালে এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আর জল দাঁড়ায় না। বর্তমান সময়ে নিকাশি ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ নিয়েছে। অতীতের মত জল জমে থাকা বর্তমানে এই ওয়ার্ডে স্বপ্নস্বরূপ।

নব রাস্তা নির্মাণে পৌরপিতা

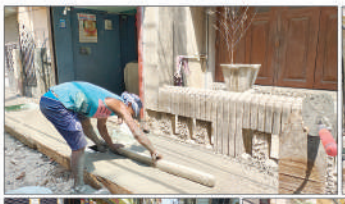

আবার নতুন রাস্তা। একের পর এক হয়ে চলেছে নতুন রাস্তা। এবার পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রগতি সংঘ থেকে শুরু করে ৭ নং খেয়া ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার দুইপাশে ঢালাই নর্দমা সহ মাথখানে পিচ ঢালাই দেওয়া রাস্তার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মানুষের দুয়ারে, মানুষের হৃদয়ের অন্তরে

জনসাধারণের মনের কথা নিয়ে মানুষের মনের কোনে, মানুষের দুয়ারে জাগো ২৪ এবং সাধারণ মানুষের সাথে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে, এলাকার প্রতিটি মানুষের খবর নেওয়ার প্রয়াসে এবং মানুষের সাথে পৌরপিতার সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসা স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় জনসংযোগ যাত্রা।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা অহিনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

মা শীতলার পূজায় পৌরপিতার মাতৃপূজা এবং পান্তা উৎসব

সমগ্র ওয়ার্ড জুড়ে বিভিন্ন স্থানে মহাসমারোহে পালিত হলো মা শীতলা পূজা। সেই পূজা উপলক্ষে সেই সকল পূজাকমিটি দ্বারা আয়োজিত মাতৃপূজা এবং সাথে তাঁদের শীতল পান্তা উৎসবে হাজির ছিলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। ৮ নং অটোস্ট্যান্ডের সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী শীতলা পূজা, রবীন্দ্রপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, অনুরূপা পল্লী শনি কালী শীতলা মন্দিরে, শতরুপা পল্লীর আয়োজিত পূজাস্থলে পৌরপিতা সাংগঠনিক সকল সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে হাজির ছিলেন পূজাস্থলে।

ঈদ উৎসবে পৌরপিতা

ঈদ উৎসবের দিনে কেষ্টপুর শতরূপা পল্লীতে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে এবং সাংগঠনিক সদস্যদের সাথে ঈদ উৎসব পালন করলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। নিজের দুটি হাত শুধু মাত্র তাঁর শক্তি নয়। শক্তি তাঁর মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মৈত্রতার একতার মেলবন্ধন। তাই আজ সাধারন মানুষের ভালবাসার সহস্রবাহুতে তিনি আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন এই ঈদ উৎসবে।

ঋতুরাজের আহবানে পৌরপিতা

বাংলার ছটি ঋতু কালের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঋতু হলো বসন্তকাল। তাই বসন্তকালকে ঋতুরাজও বলা হয়ে থাকে। এই সময় কোকিলের সুমধুর কন্ঠে ভরে ওঠে সমগ্র দিক পরিবেশ। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ রঙিন উৎসব এই বসন্তকালেই দোলৎসব। বসন্তের এই দোল উৎসবের রঙিন সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই কবিগুরু শান্তিনিকেতনে শুভসূচনার রচনা করেছিলেন বসন্ত উৎসবের। কবিগুরুর সৃষ্ট সেই উৎসব আজ শান্তিনিকেতনের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বাংলা তথা বিশ্বের দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জি তাই, বসন্তকালের এই মহান উৎসবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভালবাসার মোড়কে পালন করলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঐতিহ্যবাহী "বসন্ত উৎসব" রবীন্দ্রপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে এবং নারীশক্তি কর্মী'র মহিলাদের উদ্যোগে, ক্লাব সংলগ্ন মাঠে তিনি শুভ সূচনা করেছেন বসন্ত উৎসবের।

পৌরপিতার পয়লা বৈশাখ পালন

স্বাগত বাংলা ১৪৩১ সন। সেই শুভ নববর্ষের প্রাক্কালে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী যেমন ভাবে, সাধারন মানুষকে জাগো ২৪ এর দ্বারা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঠিক তেমনিই তিনি সেইদিন ছিলেন মানুষেরই মাঝে। সন্ধ্যায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রফুল্ল কানন (পূর্ব) বালক বৃন্দ ক্লাবের বর্ষবরণ উৎসবে। তিনি সেখানে মঞ্চ থেকে নবপ্রজন্মের শিল্পীদের নব প্রসারের পথ যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন নবরূপে মানুষের মধ্যে নব চেতনার উন্মেষ ঘটানোর পথের দিশা'কে।

"মানবিকচেতা পৌরপিতার মনুষ্যত্বের ধারাবাহিকতার পথে"

'মা' এই শব্দটির গভীরতা সুবিশাল মহাসমুদ্রের ন্যায়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে এই শব্দের ধ্বনিতে মুখরিত হয় ত্রিলোকের প্রতিটি কোণ। সেই মহাধ্বনি শব্দকে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের প্রিয় মাতৃসাধক পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। এই অসহায় বৃদ্ধা মাকে তিনি এই ওয়ার্ডের রাস্তায় অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান এবং হাসপাতালে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে ওঁনাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এই ওয়ার্ডেই। সাথে ব্যবস্থা করেন দলীয় কার্যালয়ে তাঁর থাকার। এবং ওঁনার দেখভালের জন্য নিয়োগ করেন এলাকার সহৃদয়া মা বোনেদের। মানবিকতার রথে চেপে মানবিকচেতা পৌরপিতা এইভাবেই একের পর এক মানবিক চিত্রের উদাহরন দিচ্ছেন সমগ্র ওয়ার্ড সহ সমুহ সমাজকে। আমরা সবাই কামনা করি, যাতে এই মা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন তাঁর নিজ মন্দিরের মাতৃআসনে।

শিশুদের রঙিন আবির বিতরন পৌরপিতার

শিশুদের মন যেমন থাকে পবিত্র, তেমনি তাঁদের আনন্দমনও থাকে এক নব উন্মেষের রঙিন স্বপ্নের একটি বৃহৎ স্বপ্নবাসার। সেই কথা মনে রেখে পৌরপিতা ওয়ার্ডের শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর রঙের সমাহারে আর্শিবাদ ও ভালবাসার স্নেহছটা। প্রতিটি শিশুকে দোলযাত্রা উপলক্ষে রঙিন আবির উপহার হিসাবে তুলে দিলেন তাঁদের হাতে।

পৌরপিতার এই কঠোর পদক্ষেপ ঠিক না ভুল?

ভি, আই, পি কেষ্টপুর মোড় থেকে প্রবেশ করে প্রধান রাস্তার উপর এই চায়ের দোকানটি অবস্থিত। এই দোকানটি শুধুমাত্র নিজের ব্যবসার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে জনসাধারনের যাতায়াতের রাস্তা কিভাবে গতিহীন করে দিচ্ছে তার প্রমান এই ভিডিওটি। পথআইন অমান্য করা রুখতে পৌরপিতা সবসময়ে সচেষ্ট এবং প্রচেষ্ট থাকেন।এই ক্ষেত্রেও তাঁর এই পদক্ষেপ দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতার সাথে বজায় আছে। আপনারা বিগত দিনেও দেখেছেন যে, পৌরপিতা বিভিন্ন ভাবে কিভাবে আরো বহু এই ধরনের পথআইন ও নিয়মভঙ্গকারী দোকানদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। উক্ত দোকানটির বিরুদ্ধেও পৌরপিতা তার সাবধান বাণী ব্যক্ত করে গেলেন এবং আগামী দিনে এই দোকানটির বিরুদ্ধেও যে, কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তার আভাসও দিয়ে গেলেন। কেষ্টপুর মোড়ে রাস্তার পরিসর যেহেতু ছোট এবং তাকে আর প্রশস্ত করাও যাবে না মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য। সেই কারণে পৌরপিতা এই সাবধান-বাণী সব দোকানদারদের প্রতি দিয়ে থাকেন এবং তাদের আবেদনও করে থাকেন। আবেদন নিবেদনা যখন তারা কর্ণপাত না করে তখনই পৌরপিতা একমাত্র তাঁর কঠোর পদক্ষেপ দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে থাকেন। বিচার এই পত্রিকার পাঠকদের কাছে, জনগণের কাছে যে, পৌরপিতার এই দুঢ় পদক্ষেপ ঠিক না ভুল?

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
দুরভাষ
৮৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াট্স অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াট্স অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ jagotwentyfour.official www.youtube.com/@jago24media Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি - ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত